যায়যায়দিন

তারিখ 05 MAR 2007 পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

22 ফেব্রু ০৭

ঢাকা ইউনিভার্সিটি

# প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়ার আয় ব্যয়ের হিসাব চেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির কাছে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়ার আয়-ব্যয়ের হিসাব চেয়েছে। তবে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত চিঠি হাতে পায়নি বলে জানিয়েছে।

এ বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটি চারটি ইউনিটের অধীনে মোট ১ লাখ ৯ হাজার ৩৭৫টি ফরম বিক্রি করেছে। এতে আয় হয়েছে ২ কোটি ৭৪ লাখ ৭৫০ টাকা।

ভর্তি প্রক্রিয়ায় আয়কৃত অর্থ থেকেই প্রতি বছর ভর্তি সংক্রান্ত সব ব্যয় মেটানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ, ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি, ফল প্রকাশ, পরীক্ষা হলে দায়িত্ব পালনরত শিক্ষকদের সম্মানীসহ সব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা ২৫০ টাকা দিয়ে ভর্তি

পৃ:২১ ›› ক: ১

## প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়ার আয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফরম কিনলেও পুরো ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীপিছু ব্যয় ৭০ টাকার মতো। ফলে প্রতি বছর ভর্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইউনিভার্সিটি বিপুল অঙ্কের অর্থ লাভ করে। বিভিন্ন অনুষদের ডিনদের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে আয় করা অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ ইউনিভার্সিটি কোষাগারে জমা দিতে হবে। বাকি অর্থ থেকে অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলোর উন্নয়নে ব্যয় বরাদ্দ করা যাবে। কিন্তু গত কয়েক বছরে এ নিয়ম যথাযথভাবে পালন করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। কয়েক বছর ধরে ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোও ভর্তি প্রক্রিয়ার আয়-ব্যয়ের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়ে আসছে।

অতি সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের (টিআইবি) উদ্যোগে 'পাবলিক ইউনিভার্সিটির দুর্নীতি' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায়ও বিষয়টি আলোচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তি প্রক্রিয়ার মোট আয়-ব্যয়ের হিসাব চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ জানান, সব অনুষদের ডিনরা নির্ধারিত অর্থ জমা দিয়েছেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত চিঠিটি এখনো হাতে পাননি উল্লেখ করে বলেন, চিঠি পেলে অবশ্যই আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব উত্থাপনে প্রস্তুত ইউনিভার্সিটি।